আপনার পশু কি ব্রুসেলোসিসের লক্ষণ দেখাচ্ছে? এখনই পদক্ষেপ নিন!

NATIONAL DAIRY DEVELOPMENT BOARD

এই লক্ষণগুলোর প্রতি নজর দিন

গাভীর ৬ মাস পর গর্ভপাত

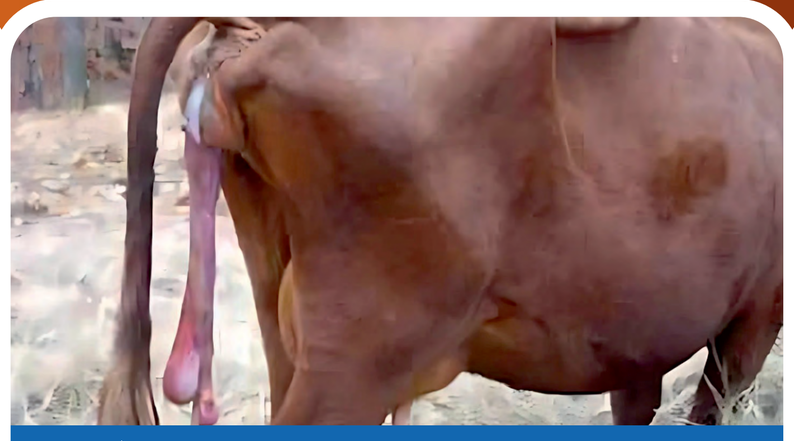

গর্ভফুল (প্লাসেন্টা) থেকে যাওয়া

হাইগ্রোমা

ব্রুসেলোসিস মানুষের মধ্যেও ছড়াতে পারে!

সংক্রমণের উৎস

গর্ভাশয়ের স্রাবের সংস্পর্শে এলে

কাঁচা দুধ পান করলে

মানুষের মধ্যে লক্ষণসমূহ

উঠানামা করে এমন (আনডুল্যান্ট) জ্বর, জয়েন্ট/মাংস পেশিতে ব্যথা, অর্কাইটিস (অণ্ডকোষে ব্যাথা বা ফোলা), অবসাদ, রাতে ঘাম হওয়া ইত্যাদি লক্ষণ দেখা দিতে পারে।

মানুষের ক্ষেত্রে সময়মতো চিকিৎসা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ!

- সঠিক অ্যান্টিবায়োটিকের মাধ্যমে প্রাথমিক পর্যায়ে নিরাময় সম্ভব।
- সংক্রমণের আশঙ্কা থাকলে বা উপসর্গ দেখা দিলে অবিলম্বে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

প্রতিরোধই একমাত্র সমাধান!

পশুর জন্য:

- ৬-৮ মাস বয়সী বকনা বাছুরকে টিকা দিন
- সন্দেহজনক পশুকে আলাদা রাখুন/পরীক্ষা করুন
- সংক্রমিত স্থানকে সঠিকভাবে জীবাণুমুক্তকরণ করুন

মানুষের জন্য:

- শুধুমাত্র পাস্তুরাইজড বা ফোটানো দুধ পান করুন
- খালি হাতে গর্ভজাত অংশ স্পর্শ করবেন না

আপনি কি এই কাজগুলো করেছেন?

- আপনার ৬-৮ মাস বয়সী বকনা বাছুরকে টিকা দিয়েছেন?
- আপনার পশুদের ব্রুসেলোসিসের জন্য পরীক্ষা করিয়েছেন?
- যদি না করে থাকেন, তাহলে আজই নিকটতম পশু চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন!